[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাবনা-৪, নওগাঁ-৬ ও ঢাকা-৫ জাতীয় সংসদ উপনির্বাচনে সরকার নিয়ন্ত্রিত কারচুপি ও সহিংসতা সহ আইন শৃংখলা বাহিনীর ভুমিকা আবারো প্রমাণ করেছে বর্তমান সরকারের অধীনে কোন নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না।

আজ ১৯শে অক্টোবর মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

আমরা উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল সহ পূনরায় নির্বাচনের দাবীতে কর্মসুচীতে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন,জনগণের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদী ও কালো টাকার মালিকদের আর্শিবার্দপুষ্ট জনবিচ্ছিন্ন এই সরকারের পতন ছাড়া নিরপেক্ষ ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সহ-সভাপতি শেখ সাঈদ আহম্মেদ, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক বদরুদ্দিন বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (গাংনী) জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (মুজিবনগর) আঃ রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান আখের, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারন সম্পাদক রায়হানুল কবির ও সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ গনি, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা তাঁতীদলের আহবায়ক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা মৎস্যজীবিদলের আহবায়ক শ্রী গুরুদাস হালদার, জেলা শ্রমিকদলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা জাসাস এর সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ ও সাধারন সম্পাদক বাঁকাবিল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল আহসান ও সদস্য সচিব আনোয়ারুল হক, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আকিব জাভেদ সেনজির ও সদস্য

সচিব আফিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বখতিয়ার খালিদ বুলবুল ও সদস্য সচিব রাশিদুল ইসলাম রাজন, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি নারসরুদ্দিন মেম্বার ও সাধারন সম্পাদক আরমান আলী, তাতীদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম মন্টু,মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন ও সদস্য সচিব তানিম আহমেদ, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক তৌফিক এলাহী ও জার্জিস ইউসুফ রৌমিক প্রমুখ।

কৃষি ও শিক্ষার উন্নয়নে মডেল হবে আমাদের ইউনিয়ন- আবুল হাসেম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোনয়ন প্রত্যাশী আবুল হাসেম।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন প্রার্থী হতে চান?

আবুল হাসেম: জনগণের সেবা করার জন্য জনপ্রতিনিধি হতে হয়। আমি ছাত্র থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ছাত্র রাজনীতি করেছি ১৯৭৫ এর পর থেকেই। আমি কোন পদ পাওয়ার লোভে রাজনীতি করিনি। আমি রাজনীতি করেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে ভালোবেসে। উনার নীতি ও আদর্শকে বুকে ধারণ করে আসছি। সেই আদর্শের মধ্যে থেকে যতটুকু পেরেছি জনগণের সেবা করেছি। তাদের বিপদে আপদে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আগামী ইউনিয়ন পরিষদে আমি আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশা করছি। চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের সেবা

করতে চাই।

মেহেরপুর প্রতিদিন : দলিয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী ?

আবুল হাসেম : আমি যেহেতু ছোট থেকে রাজনীতি করে আসছি, জনগণের পাশে থেকে। আমার বিশ্বাস বুড়িপোতাবাসীর ভালোবাসা ও তাদের সমর্থনে আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা ?

আবুল হাসেম : আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে সরকার পরিচালনা করছেন আমাদের প্রাণ প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এই দলে একাধিক প্রার্থী থাকা স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস সব দিক বিচার বিবেচনা করলে মনোনয়ন আমিই পাবো। তারপরও যদি না পাই তাহলে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে আমি যাবো না। এলাকায় আমার ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে। তারপরও মনোয়ন না পেলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াবো না। যে মনোনয়ন পাবে তার পক্ষে কাজ করে যাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আপনি দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং অন্য কোন দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন ?

আবুল হাসেম : দলমত নির্বিশেষে আমাকে ভোট দেবে। আগামী নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে যে প্রার্থীই দাঁড়াক না কেন, সে তার জামানত হারাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : দলীয় মনোনয়ন পেয়ে আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান ?

আবুল হাসেম : সর্ব প্রথম যেটা করবো, সেটা হলো আমাদের বুড়িপোতা ইউনিয়নে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটাবো। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আমার তদবির থাকবে এটাই প্রথম। কারণ আমাদের ইউনিয়নে প্রতি বছর বন্যায় বেশ কিছু ফসল নষ্ট হয়। কোন কনো জমিতে বছরে একবার মাত্র ফসল হয়। আমার ইউনিয়নে যাতে করে একটি জমিতে বছরে তিনবার ফসল ফলানো যায় সে ব্যবস্থা করবো। অনেক এলাকায় রাস্তা ঘাটের কোন উন্নয়ন হয়নি। সেসব এলাকায় রাস্তা নির্মাণ করে দেবো।

বিশেষ করে আমাদের অবহেলিত নবিননগরের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করবো। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় শিক্ষাখাতে আমরা পিছিয়ে আছি। আমার

ইউনিয়নকে শতভাগ শিক্ষিত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলবো। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করতে যা যা করতে হয় আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি মহোদয়ের সহযোগীয় সে সব কাজ গুলো করবো।

আমর ইচ্ছা আছে আমার ইউনিয়নে একটি কোল্ডস্টোরেজ হবে। সেখানে কৃষকরা তাদের ফসল সংরক্ষণ করতে পারবে। ন্যায্য মূল্যে তারা বিক্রি করতে পারবে। সব মিলিয়ে আমাদের বুড়িপোতা ইউনিয়ন একটি মডেল ইউনিয়ন হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্রামকে শহরে রুপান্তর করার যে সপ্ন সেটা পূরণে সর্বাত্তোক চেষ্ট করবো।

আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে দক্ষতা অর্জন জরুরী: ইনু

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি বলেছেন, ধর্ষকদের দমন করতে যে আইন করা হচ্ছে সেই আইনকে কার্যকরী করার জন্যে দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যাতে দ্রুততার সঙ্গে এই আইন বাস্তবায়ন করা যায়।

রোববার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ানে আব্দুর রাফেত বিশ্বাস কলেজের নব নির্মিত চার তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ইনু বলেন, এ মুহূর্তে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে। রয়েছে সংঘবদ্ধ ধর্ষক বাহিনী, লুটপাট বাহিনী ও বাজার সিন্ডিকেট। এই বাজার সিন্ডিকেটকে দমন করার জন্যে স্থায়ী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- মিরপুর উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার রকিবুল হাসান, কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলীম স্বপন, নেতা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কারশেদ আলমসহ কলেজের

ঝিনাইদহে যুবলীগের উদ্যোগে শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী পালন

ঝিানইদহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। রোববার বিকেলে আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে এ জন্মবার্ষিকী পালণ করা হয়।

এ উপলক্ষে র্যালী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অুনষ্ঠিত হয়েছে। যুবলীগ নেতাকর্মীরা শহরের ওয়াজির আলী স্কুল থেকে একটি আনন্দ র্যালী বের করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পোস্ট অফিস মোড়ে এসে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

সদর থানা যুবলীগের আহবায়ক শাহ্ মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল রাজার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক লীগের সাবেক সভাপতি আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন,

যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গির আলম, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক হারুনর রশিদ, পৌর যুবলীগের আহবায়ক কাজী জাহিদ হাসান দিপুল, যুগ্ম-আহবায়ক রাম সরকার, আব্দুল্লাহ আল মামুন। পরে সন্ধ্যায় শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য দোয়া মোনাজাত করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় তাঁতী লীগের শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মদিন পালন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে জেলা তাঁতী লীগের কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণসম্পাদক হারুন অর রশীদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খান শামীম সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। পরে কেক কাটা হয়।

এসময় জেলা তাঁতী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সাগান্না ইউনিয়নে শেখ রাসেলের জন্মদিন উৎযাপিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী-যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৭ তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি শেখ রুহুল আমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মো: মোজাম্মেল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মো: শাহীন রেজা সাঈদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, সে¦চ্ছাসেবকলীগ সহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আরও উপস্থিত ছিলেন, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি সাইফুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) ও সাধারণ সম্পাদক, সিরাজুল ইসলাম(ভারপ্রাপ্ত),৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মোখলেসুর রহমান শিলু (ভারপ্রাপ্ত) ও সাধারণ সম্পাদক, আলিমদ্দিন, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আ: মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক, শাহাদাৎ হোসেন সদা, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, আ: সামাদ ও সাধারণ সম্পাদক, হারুন পাঠান, ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, আকরাম মালিতা (ভারপ্রাপ্ত) ও সাধারণ সম্পাদক, কাঈয়ুম মোল্লা, ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি, সনজের আলী বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক, আরিফ সর্দার।

এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ: সভাপতি, জহর মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: নাজমুল হক তুরফি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গাজী আবদুল হালিম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, আকবর হোসেন।

সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আমির হোসেন। সাগান্না ইউনিয়ন কৃষক লীগ সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম উজ্জ্বল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সাগান্না ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক মো: ফজলু করিম ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা মোহাম্মদ আলী, জাহাঙ্গীর আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালক করেন, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মো: ফজলু করিম।

[redacted]

[redacted]

সেখানে কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। না দিলে হয় তাকে মেরে ফেলা হবে, না হয় মাদকসহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। দুপুরে ১০ হাজার টাকা দিয়ে কামরুজ্জামানকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।
শুকুর আলীকে তার মুঠোফোন নম্বরে কল করা হলেও পাওয়া যায় নি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ঘটনায় এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনো অপরাধ করে কেউ পার পাবে না। ভুক্তভোগীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

ধর্ষক বাহিনীর মতোই বাজার সিন্ডিকেটকে দমন করতে হবে-ইনু

ধর্ষক বাহিনীর মতোই বাজার সিন্ডিকেটকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, কৃষক ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় বাজার সিন্ডিকেটকে ধ্বংস করতে হবে। তবেই নিত্যপণ্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আসবে।

গতকতাল শনিবার কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ডায়াবেটিকস হাসপাতালের বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ইনু আরো বলেন, অবৈধ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তারা দরিদ্র মানুষকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিচ্ছে। যার ফলে বাজারে খাদ্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট হচ্ছে। আর তাই নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সংঘবদ্ধ ধর্ষক বাহিনীর মতোই বাজার সিন্ডিকেটকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারী দেন তিনি।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি সোহেল মারুফ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান মিঠু, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডা. এসএম মুস্তানজিদ লোটাস, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. নুরুল আমিনসহ কমিটির সদস্যবন্দৃসহ সকল আজীবন সদস্যবৃন্দ।

গাংনী পৌরসভাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবো-সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী

পৌরসভা পর্যায়ে নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান মেয়রসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগনের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়ের দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের আয়োজন “শহরে ভোট” শীর্ষক সক্ষাতকার পর্ব। মেহেরপুর প্রতিদিন এর মখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী। সাক্ষাতকার গ্রহন করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় পৌর নির্বাচনে কেন অংশ নিতে চান?

আহম্মেদ আলী: আমি ২০০৪ সালে যখন প্রথম গাংনী পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হই তখন এটা নতুন ছিল। পৌরসভার কর্মকান্ড ছিল না বলেলই চলে। পরবর্তিতে পুনরায় মেয়র হওয়ার পর গাংনী পৌরসভাকে “সি” গ্রেড থেকে “বি” গ্রেডে রুপান্তর করি। পরবর্তিতে ২০১৬ সালের পৌর নির্বাচনে আমি আবারও দলীয় প্রতিক নৌকা পেয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করি। কিন্তু প্রশাসন ও দলীয় কিছু অসাধু লোক সড়যন্ত্র করে আমাকে নির্বাচনে পরাজিত করে। সেই সাথে জামাত বিএনপির লোককে মেয়র নির্বাচিত করে।

বর্তমানে গাংনী পৌরসভার যে দুরর্বাস্থা এজন্য সে দায়ী। সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি, পৌরবাসিরা বিভিন্নভাবে ভোগান্তির স্বীকার। আমি গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে রুপান্তর সহ সকল নাগরিক সুবিধা সু নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুনরায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুতু আশাবাদী?

আহম্মেদ আলী: আমি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আপনারা জানেন, আমি ইতি মধ্যে দলীয় সমর্থন পেয়ে দুইবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছি। আমি শতভাগ আশা করি, আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে দলীয় প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ করে দেবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: গাংনীর রাজনীতিতে কোন বিভক্তি আছে কিনা? ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা মনোনয়ন প্রত্যাশী। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে কিনা?

আহম্মেদ আলী: আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন এখানে একাধিক প্রার্থী থাকবেই। আমরা সবাই নৌকার লোক। গতবারের মত ঘটনা এবার নির্বাচনে হবে না। দলে বিভক্তি থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপি বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিলে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে?
আহম্মেদ আলী: আমি বিগত মেয়র থাকা অবস্থায় গাংনী পৌরসভায় যা উন্নয়ন হয়েছে এরকম উন্নয়ন আর হয়নি। আমি কোনদিন নারগিকদের অধিকার নিয়ে খেলা করিনি। যততুটু পেরেছি তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি জনগণের আস্থা আছে। অন্য কোন দল বা আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থী কেউ নির্বাচন করলে জনগণ তাকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

আহম্মেদ আলী: গাংনী পৌরসভাকে পনরায় নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। বর্তমান পৌরসভার যা অবস্থা অত্যন্ত করুন। কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাকি, লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বিদ্যুৎ বিল বাকি, বিভিন্ন ভাবে জনগনের কাছ থেকে টাকা আদায়, ট্যক্সের কারনে নাগরিক সনদ না দেওয়া এরকম অনেক অনিয়ম আছে পৌরসভায়। যে গুলো দুর করতে হবে। নাগরিক

সুবিধা নিশ্চিত করবো। গাংনী পৌরসভাকে “এ” গ্রেডে উন্নিত করবো। তাহলে আমরা সুযোগ সুবিধা বেশি পাবো।